



চিঠি পাঠান: চাষবাস

২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

নাম ও ঠিকানার সঙ্গে ই-মেইল
chashbas@sangbadpratidin.in

চাষবাস



আবহাওয়া

১৫ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায়োজা আগাম আবহাওয়া বার্তা ও কৃষি উপদেষ্টা: আগামী দিনগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮ থেকে ৩১.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৬ থেকে ১৯.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। আকাশ পরিষ্কার থাকতে পারে। সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩২ থেকে ৯০ শতাংশ এবং বিকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১৯ থেকে ৩০ শতাংশ থাকতে পারে। বাতাস ৭ থেকে ১৪ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বইতে পারে।



সুপার ফুড ই সুস্থতার চাবি

বসন্তকালে অ্যালার্জি জাতীয় রোগের সংক্রমণ বেশি হয়। জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। হাম, পল্ল, চোখের নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করাটা এই সময় বেশ চ্যালেঞ্জিং। বসন্ত ঋতুতে আমাদের দৈনিক খাদ্য তালিকায় ‘সুপার ফুড’-এর সংযোজন করা খুব জরুরি। লিখেছেন ব্রিঙ্কোলাচারের সহকারী অধ্যাপক ড. সৌরভ রায় ও মধুশ্রী প্রামাণিক।

শীত শেষের ঋতু সন্ধিক্ষণে আবহাওয়ার প্রথম পর্ব

আকস্মিক পরিবর্তন আসে বাতাসের তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতায়। রিকেল থেকে সকাল পর্যন্ত শীত শীত ভাব থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপ বাড়তে থাকার দরুন গরম অনুভূত হয়। হঠাৎ করে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তাই শারীরিক ভাবে কষ্ট হয়।

বসন্ত কালে সাধারণত অ্যালার্জি জাতীয় রোগের সংক্রমণ বেশি হয়। জীবাণু বাহিত জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সময় হাম, পল্ল হয়। চোখের সমস্যা দেখা দেয়, চোখ লাল হয়ে যায়, চোখের পাতা সংক্রমণের ফলে ফুলে যায়, চোখ জ্বালা করে। নানাবিধ ফুলের রেণু বাতাসে ভেসে বেড়ানোর কারণে চোখে অ্যালার্জি জনিত নানাবিধ রোগ হয়।

চারদিকে সবুজের হাতছানি, পাখির কিচিরকির ডাক আর রঙিন সব ফুলের আগমনে ঋতুরাজ বসন্ত প্রকৃতিকে স্বর্গীয় রূপ প্রদান করলেও জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় এই ঋতু অহিতকর।

রোগ ব্যাধি দূরে রেখে পরিবর্তিত আবহাওয়ায় নিজেদের মানিয়ে নিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করাটা এই সময় বেশ চ্যালেঞ্জিং। ভুল ডায়েট, অপরিমিত খাবার, অতিরিক্ত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, সঠিক সময়ে না খাওয়া, পুষ্টির খাদ্য না খাওয়া, অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড, শারীরিক পরিচর্যা, ব্যায়াম না করা এবং অপরিমিত ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়।

তাই, জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তনের পাশাপাশি আমাদের দৈনিক আহার সম্পর্কে এই সময় সচেতন হওয়া একান্তই প্রয়োজন। বসন্ত ঋতুতে আমাদের দৈনিক খাদ্য তালিকায় সুপার ফুড এর সংযোজন করা খুব জরুরি। এখন মাথায় ঋতাবর্তিত প্রশ্ন আসবে যে সুপার ফুড কী?

শপিং মল বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গেলেই এমন অনেক খাবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যার গায়ে সুপার ফুড-এর লেবেল সীটা। এমন কিছু খাবার আছে যাদের পুষ্টিগুণ খুব বেশি, তাদের সুপার ফুড বলা যেতে পারে। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতেও সুপার ফুডের ভূমিকা আছে। প্রত্যেক দিনের খাবারে সুপার ফুড জুড়তে সেই খাদ্যতালিকা সুস্থ হয়।

সুপার ফুড আদতে পুষ্টিগুণে ভরপুর কোনও এক খাদ্যবস্তুকে (টোটিকা কিংবা প্রক্রিয়াজাত) বাণিজ্যিক পরিচয়, বিজ্ঞানে এর কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও নৈসর্গিক ভ্যালুর (অক্সিজেন র্যাডিক্যাল আকর্ষণকারী কা্যপাসিটি) উপরে নির্ভর করেও কিছু খাবারকে সুপার ফুডের ক্যাটাগরিতে ফেলা হয়। খাবারের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট লেভেল নির্ধারণ করে এই ওরাক ভ্যালু। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট মেহেতু অনাক্রম্যতা তৈরি করে তাই এই ভ্যালুর বিশেষ গুরুত্ব আছে।

অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হল এমন রাসায়নিক পদার্থ যা জারন বা অক্সিজেন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে এবং আমাদের শরীরের কোষ সমূহকে অক্সিডেটিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। আমাদের শরীরের কোষ সমূহ সুস্থগতভাবে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকমের হুমকির মোকাবিলা করে অস্তিত্ব রক্ষা করে আসে। যেমন, ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া বা অন্য কোনও অনুজীব ঘটিত সংক্রমণ অহরহ হয়ে চলেছে। এরপর আর একটি বিষয় হল, কোষের অভ্যন্তরে বিপাকীয় কার্যক্রমের অংশ হিসাবে জারণ বা অক্সিডেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যার ফলে কোষ প্রাচীর সহ কোষস্থিত প্রোটিন, লিপিড এবং ডিএনএ মলিকুল ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোষের ভিতর এই জারণ প্রক্রিয়ার ফলে একটি অস্থিতিশীল পদার্থ তৈরি হয় যাকে ফ্রি রেডিক্যাল বলে যা শরীর স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ানক।

কোনো পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে যখন

ইলেকট্রনের ঘাটতি দেখা যায়, তখন এটি অপর কোনও পরমাণুর সঙ্গে বন্ধন তৈরিতে অগ্রসর হয়, তার ইলেকট্রন ঘাটতি পূরণের জন্য। এই ধরনের পরমাণুকে ফ্রি রেডিক্যালস বলা হয়। যে সব পরমাণুর সর্বশেষ স্তর ইলেকট্রন দিয়ে পূর্ণ থাকে তারা অস্থিতিশীল অবস্থায় থাকে। কিন্তু ফ্রি রেডিক্যালস সমূহে ইলেকট্রনের অভাব থাকায় তারা অস্থিতিশীল অবস্থায় বিচলিত করতে থাকে। ফলে তারা খুব সহজেই অন্য কোনও পদার্থের উপর রাসায়নিক বিক্রিয়া করার জন্য উদ্বীর্ণ থাকে। আমাদের মানবদেহের ভিতর বিপাকীয় কার্যক্রমের সময় যখন অক্সিজেন অণু ভেঙে গিয়ে একক পরমাণুতে বিভক্ত হয় তখন তার বাহিরের স্তরে ইলেকট্রনের ঘাটতি দেখা যায়। সেখানে বিজোড় সংখ্যক ইলেকট্রন বিজোড়মান থাকে। ফলে ওই অক্সিজেন পরমাণু অস্থিতিশীল হয়ে ফ্রি রেডিক্যাল রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই কারণে সে তার ইলেকট্রন ঘাটতি পূরণের জন্য আশেপাশের কোষ সমূহে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় বিচলিত করতে থাকে। যাতে সে অন্য কোনও অণু বা পরমাণুর সঙ্গে বন্ধন তৈরি করে তার ইলেকট্রন ঘাটতি মেটাতে পারে। আমাদের দেহে যখন এই অবস্থা তৈরি হয় তখন তাকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বলা হয়।

দেহে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের ফলে শরীরের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও, এর ফলে ক্যানসার, হৃদরোগ ও আরও অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। প্রথম প্রথম যখন ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হয়, তারপর ধারাবাহিকভাবে একের পর এক এটি তৈরি হতে থাকে। একে ‘chain reaction’ বলে। প্রথমে তৈরি হওয়া ফ্রি রেডিক্যাল তার চারপাশে কোনও মলিকুল থেকে ইলেকট্রন টেনে নিয়ে নিজের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে যে মলিকুল থেকে ইলেকট্রন টেনে নেওয়া হল তার ইলেকট্রন ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে সেটি অস্থিতিশীল হয়ে নতুন করে আর একটি ফ্রি রেডিক্যাল রূপান্তরিত হয়। এভাবে ধারাবাহিকভাবে চলতে চলতে সম্পূর্ণ কোষটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত কোষের কোষ প্রাচীর ভেঙে গিয়ে কোষটি ফেটে যায়।

এখন জানা দরকার যে অ্যান্টিঅক্সিডেট কীভাবে ফ্রি রেডিক্যালস এর ক্ষতির প্রভাব থেকে আমাদের শরীরকে রক্ষা করে? অ্যান্টিঅক্সিডেট-এর কাজ হল এরা ফ্রি রেডিক্যালস এর অস্থিতিশীল অবস্থাকে নিরপেক্ষ বা প্রশমিত করে স্থিতিশীল পর্যায়ে নিয়ে আসে। ফলে, তাদের ক্ষতিকর প্রভাব দূর হয়ে যায়।

আপনার শরীর ফ্রি রেডিক্যালস ব্যালান্স করার কাজে অ্যান্টিঅক্সিডেট ব্যবহার করতে। এছাড়াও, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা রয়েছে।

এখন, এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, এমন কিছু উদ্যান জাত অ্যান্টিঅক্সিডেট সুপার ফুড গুলোকে, বসন্ত ঋতুতে রোগ ব্যাধির প্রতিরোধক হিসেবে যাদের উপর চোখ বুজে ভরসা করা যেতে পারে -

মাটির নিচের সবজি (Root And Tuber Crops):

মাটিতে শিকড় দিয়ে জন্মানো সবজি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যও অনেক উপকার করে। তাদের শিকড়ে অনেক ধরনের পুষ্টি এবং

অ্যান্টিঅক্সিডেট পাওয়া যায় এবং এতে খুব বেশি ক্যালোরি থাকে না। এর মধ্যে রয়েছে মুলো, শালগম, গাজর এবং মিষ্টি আলু।

মাইক্রো-গ্রিনস

অঙ্কুরোদগম হওয়ার পরে চারা বেরোলে সেটাই

খাওয়া যায়। তবে এই স্প্রাউট মূলত আমত, কুমড়োর বীজ, পিনাট থেকে তৈরি করা হয়।

মাইক্রোগ্রিনস তৈরি করার জন্য বীজ কিনতেও

পাওয়া যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ই,

বি এবং কে থাকে। যেহেতু রান্না করা হয় না,

কাঁচাই খাওয়া হয়, তাই পুষ্টিগুণও পুরোটাই

পাওয়া যায়।

কৃষিপ্রধান দেশে স্বনিযুক্তির বিভিন্ন দিকের মধ্যে মেষ বা ভেড়া পালন অন্যতম। সাধারণত মাংস ও পশম বা উলের জন্য ভেড়ার চাষ করা হয়। অল্প মূলধন ও অল্প জায়গায় ভেড়ার চাষ করা যায়। এতে ঝুঁকি কম অথচ লাভ সুনিশ্চিত। আকারে ছোট, দেখতে সুন্দর ও শান্ত স্বভাবের হওয়ায় বাড়ির সকল সদস্যই ভেড়ার পালন করতে পারেন। উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করলে ভেড়ার রোগব্যাধিও অপেক্ষাকৃত কম হয়। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক সুমনকুমার সূত্রধর ও ড. পার্থসারথি চক্রবর্তী।

ভেড়া পালন গরিব ও ভূমিহীন, সকলের অত্যন্ত

প্রথম পর্ব

মুজফ্ফরনগর, ঢোকলা, মালি, মগরা, মালপুরা, লোহি,

সোনাদি এবং হিসারভেল প্রভৃতি।

এইসব জাতের ভেড়া থেকে সাধারণত

কাপোনের উল পাওয়া যায়।

নাতিশীতোষ্ণ হিমালয় অঞ্চল বা উত্তরাঞ্চল

জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরাঞ্চল, হিমাচল প্রদেশ

এবং পাঞ্জাব এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

এখানে পালিত ভেড়ার জাতগুলি হল

কর্ণ, পুষ্ক, ভাকারওয়াল, গাভি, গুরেজ,

রামপুর-বাসোহার, কাশ্মীর-মেরিনো

প্রভৃতি। এই সব ভেড়া থেকে ভাল এবং

মোট উল পাওয়া যায়।

দক্ষিণাঞ্চল

তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ,

তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র এই

অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে সব

থেকে বেশি ভেড়া প্রতিপালন হয়।

এখানে মাংস ও দুধের জন্য সাধারণত

ভেড়ার চাষ হয়ে থাকে। এখানে পালিত

জাতগুলি হল ডেকানি, হাসান, নেলোর,

বেলারি মাদিয়া, মেচেরি, ভেঘের প্রভৃতি।

এছাড়াও আমাদের দেশে উৎপাদন

মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ এই অঞ্চলের

অন্তর্গত। এই অঞ্চলের জাতগুলি হল

মারোয়াড়ি, বিকানোরি, জয়সলমেরি,

পটনগওয়ারি, জালাউনি, পুগোল,

রাধুইলেট ও পোলওয়ারি।



পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বৈচিত্রে কৃষক

বন্দুরা যে সমস্ত ফসল সারাবছর

উৎপাদন করে থাকেন তার

মধ্যে আলু একটি অন্যতম অর্থকরী

ফসল। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আলুর

চাহিদা অপরিমিত। আলু কম বেশি সব

জেলাতেই চাষ হলেও বিশেষত অধিক

পরিমাণে যে জেলাগুলিতে চাষ হয়ে

থাকে তা হল- হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান,

পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকড়া। এই ফসল

চাষের জন্য উঁচু ও মাঝারি, দৌয়াশ,

বেলে দৌয়াশ, জলসেচ ও জল নিকাশের

ব্যবস্থাক্রমে মাটি উপযোগী। বীজের

অঙ্কুরোদগম ও গাছের বৃদ্ধির জন্য ১৮

ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কম তাপমাত্রা ভাল।

তবে গাছের বৃদ্ধি ও আলু ধরার জন্য

১৮-২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা

থাকলে ভাল হয়। তাপমাত্রা বেশি হলে

(২৯-৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) আলু ধরার

কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

এ রাজ্যে জলদি মাঝারি ও নাবি

জাতের আলু চাষ করা হলেও-কুফরি

চন্দ্রমুখী, কুফরি পোখারাজ ও কুফরি

জ্যোতির চাষ বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা

যায়। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সে

সারের ব্যবহার, অনুকূল আবহাওয়া ও

রোগপোকার আক্রমণ কম থাকলে বিঘা

(৩৩ শতক) প্রতি গড় ফলন জন্মি

জাতের ক্ষেত্রে ৪০ কুইন্টাল ও মাঝারি

জাতের ক্ষেত্রে ৫০ কুইন্টাল পাওয়া

যেতে পারে। আলুর বাজারদর ভাল

থাকলে বিঘা প্রতি ১০-১৫ হাজার টাকা

লাভ আশা করা যায়। প্রতি বছর আলুর

বাজারদর সমান থাকে না। তেমনই

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা চাষে

ব্যঘাত ঘটায়।

আলুতে যে সমস্ত ছত্রাকজনিত

রোগ লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে নাবি ধসা

অন্যতম। এই রোগের আক্রমণে ফসলের

১০-৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে।

প্রতি বছরই আংশিক, মাঝারি প্রকৃতির

আক্রমণ লক্ষ্য করা গেলেও আবহাওয়ার

তারতম্যের কারণে কোনও কোনও বছর

আলুচাষিরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

নাবি ধসা রোগটি ফাইটোপথোর

ইনফেস্ট্যান্স নামক পচন ঘটিত ছত্রাকের

দ্বারা সংগঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে

হিমঘরে রাখা আক্রান্ত আলুবীজ থেকেই

অনুকূল আবহাওয়াই ডিসেম্বর মাসের

জমিতে এই রোগ দেখা যায়। পরে

আক্রান্ত গাছ থেকে বাতাস, সেচের জল

নাবি ধসা
রোখাই
চ্যালেঞ্জ

ও পাতা খাওয়া পোকার মাধ্যমে সারা

জমিতে ছড়িয়ে পড়ে।

এমনও দেখা গেছে ৫ শতাংশ

আক্রান্ত আলুর কন্দ বীজ হিসাবে

ব্যবহার করলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

এই রোগটি গাছের পাতা কাণ্ড এবং কনিচী

কন্দেও ছড়ায়। রোগটি প্রথমে

গাছের মাটির সংলগ্ন নিচের অংশে শুরু

হয় এবং আক্রান্ত গাছের পাতা ও কাণ্ডে

বানামি রঙের জলে ভেজা অনিয়মিত

ছোপ দাগ লক্ষ্য করা যায়।

ভোজের দিকে জমি

পরিদর্শন করলে পাতার

তলার দিকের অংশে সাদা সাদা ছোপ

দাগ দেখা যায়। পরে দাগ গুলি একে

অপরের সাথে জুড়ে গিয়ে কালো বর্ণে

পরিণত হয়। পাতা পচে যায় এবং গা

অংশ সহজেই গাছ থেকে ঝরে পড়ে।

ঘন কুয়াশা, মেঘলা আকাশ সঙ্গে হাল্কা

বৃষ্টি, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এবং স্যাঁতস্যাঁতে

আবহাওয়াতে রোগটি দ্রুত ছড়ায়। সমস্ত

গাছ জলে নষ্ট হয়ে যায় ও আক্রান্ত জমি

আলুতে যে সমস্ত ছত্রাকজনিত রোগ লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে নাবি ধসা অন্যতম। এই রোগের আক্রমণে ফসলের ১০-৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে। নাবি ধসা রোগটি প্রতিকারের জন্য চাষের শুরু থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। লিখেছেন সোনামুখীর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিষয় বস্তু বিশেষজ্ঞ (শস্য সুরক্ষা) ড. সুভাষ হাঁসদা।

ছোপ দাগ লক্ষ্য করা যায়। ভোজের দিকে জমি পরিদর্শন করলে পাতার তলার দিকের অংশে সাদা সাদা ছোপ দাগ দেখা যায়।

পরে দাগ গুলি একে অপরের সাথে জুড়ে গিয়ে কালো বর্ণে পরিণত হয়। পাতা পচে যায় এবং গা অংশ সহজেই গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ঘন কুয়াশা, মেঘলা আকাশ সঙ্গে হাল্কা বৃষ্টি, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এবং স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াতে রোগটি দ্রুত ছড়ায়। সমস্ত গাছ জলে নষ্ট হয়ে যায় ও আক্রান্ত জমি

ছোপ দাগ লক্ষ্য করা যায়। ভোজের দিকে জমি পরিদর্শন করলে পাতার তলার দিকের অংশে সাদা সাদা ছোপ দাগ দেখা যায়। পরে দাগ গুলি একে অপরের সাথে জুড়ে গিয়ে কালো বর্ণে পরিণত হয়। পাতা পচে যায় এবং গা অংশ সহজেই গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ঘন কুয়াশা, মেঘলা আকাশ সঙ্গে হাল্কা বৃষ্টি, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এবং স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াতে রোগটি দ্রুত ছড়ায়। সমস্ত গাছ জলে নষ্ট হয়ে যায় ও আক্রান্ত জমি

ছোপ দাগ লক্ষ্য করা যায়। ভোজের দিকে জমি পরিদর্শন করলে পাতার তলার দিকের অংশে সাদা সাদা ছোপ দাগ দেখা যায়। পরে দাগ গুলি একে অপরের সাথে জুড়ে গিয়ে কালো বর্ণে পরিণত হয়। পাতা পচে যায় এবং গা অংশ সহজেই গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ঘন কুয়াশা, মেঘলা আকাশ সঙ্গে হাল্কা বৃষ্টি, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এবং স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াতে রোগটি দ্রুত ছড়ায়। সমস্ত গাছ জলে নষ্ট হয়ে যায় ও আক্রান্ত জমি

ছোপ দাগ লক্ষ্য করা যায়। ভোজের দিকে জমি পরিদর্শন করলে পাতার তলার দিকের অংশে সাদা সাদা ছোপ দাগ দেখা যায়। পরে দাগ গুলি একে অপরের সাথে জুড়ে গিয়ে কালো বর্ণে পরিণত হয়। পাতা পচে যায় এবং গা অংশ সহজেই গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ঘন কুয়াশা, মেঘলা আকাশ সঙ্গে হাল্কা বৃষ্টি, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এবং স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াতে রোগটি দ্রুত ছড়ায়। সমস্ত গাছ জলে নষ্ট হয়ে যায় ও আক্রান্ত জমি

ছোপ দাগ লক্ষ্য করা যায়। ভোজের দিকে জমি পরিদর্শন করলে পাতার তলার দিকের অংশে সাদা সাদা ছোপ দাগ দেখা যায়। পরে দাগ গুলি একে অপরের সাথে জুড়ে গিয়ে কালো বর্ণে পরিণত হয়। পাতা পচে যায় এবং গা অংশ সহজেই গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ঘন কুয়াশা, মেঘলা আকাশ সঙ্গে হাল্কা বৃষ্টি, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এবং স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াতে রোগটি দ্রুত ছড়ায়। সমস্ত গাছ জলে নষ্ট হয়ে যায় ও আক্রান্ত জমি

ছোপ দাগ লক্ষ্য করা যায়। ভোজের দিকে জমি পরিদর্শন করলে পাতার তলার দিকের অংশে সাদা সাদা ছোপ দাগ দেখা যায়। পরে দাগ গুলি একে অপরের সাথে জুড়ে গিয়ে কালো বর্ণে পরিণত হয়। পাতা পচে যায় এবং গা অংশ সহজেই গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ঘন কুয়াশা, মেঘলা আকাশ সঙ্গে হাল্কা বৃষ্টি, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এবং স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াতে রোগটি দ্রুত ছড়ায়। সমস্ত গাছ জলে নষ্ট হয়ে যায় ও আক্রান্ত জমি

ছোপ দাগ লক্ষ্য করা যায়। ভোজের দিকে জমি পরিদর্শন করলে পাতার তলার দিকের অংশে সাদা সাদা ছোপ দাগ দেখা যায়। পরে দাগ গুলি একে অপরের সাথে জুড়ে গিয়ে কালো বর্ণে পরিণত হয়। পাতা পচে যায় এবং গা অংশ সহজেই গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ঘন কুয়াশা, মেঘলা আকাশ সঙ্গে হাল্কা বৃষ্টি, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এবং স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াতে রোগটি দ্রুত ছড়ায়। সমস্ত গাছ জলে নষ্ট হয়ে যায় ও আক্রান্ত জমি

ছোপ দাগ লক্ষ্য করা যায়। ভোজের দিকে জমি পরিদর্শন করলে পাতার তলার দিকের অংশে সাদা সাদা ছোপ দাগ দেখা যায়। পরে দাগ গুলি একে অপরের সাথে জুড়ে গিয়ে কালো বর্ণে পরিণত হয়। পাতা পচে যায় এবং গা অংশ সহজেই গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ঘন কুয়াশা, মেঘলা আকাশ সঙ্গে হাল্কা বৃষ্টি, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এবং স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াতে রোগটি দ্রুত ছড়ায়। সমস্ত গাছ জলে নষ্ট হয়ে যায় ও আক্রান্ত জমি

ছোপ দাগ লক্ষ্য করা যায়। ভোজের দিকে জমি পরিদর্শন করলে পাতার তলার দিকের অংশে সাদা সাদা ছোপ দাগ দেখা যায়। পরে দাগ গুলি একে অপরের সাথে জুড়ে গিয়ে কালো বর্ণে পরিণত হয়। পাতা পচে যায় এবং গা অংশ সহজেই গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ঘন কুয়াশা, মেঘলা আকাশ সঙ্গে হাল্কা বৃষ্টি, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এবং স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াতে রোগটি দ্রুত ছড়ায়। সমস্ত গাছ জলে নষ্ট হয়ে যায় ও আক্রান্ত জমি

ছোপ দাগ লক্ষ্য করা যায়। ভোজের দিকে জমি পরিদর্শন করলে পাতার তলার দিকের অংশে সাদা সাদা ছোপ দাগ দেখা যায়। পরে দাগ গুলি একে অপরের সাথে জুড়ে গিয়ে কালো বর্ণে পরিণত হয়। পাতা পচে যায় এবং গা অংশ সহজেই গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ঘন কুয়াশা, মেঘলা আকাশ সঙ্গে হাল্কা বৃষ্টি, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এবং স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াতে রোগটি দ্রুত ছড়ায়। সমস্ত গাছ জলে নষ্ট হয়ে যায় ও আক্রান্ত জমি